প্রত্যয়

(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)

● সংখ্যা: ০২ ● মাস: এপ্রিল-জুন ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচির উদ্যোগে বিনামূল্যে মশারি বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে Global Fund to Fight Aganist AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এর আর্থিক ও ব্র্যাকের কারিগরি সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার সদর ও রামু উপজেলায় জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। কর্মসূচীর সহায়তায় প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ২১ জুন ২০২২, রামু উপজেলায় কীটনাশক যুক্ত মশারি (Long lasting insecticidal net-LLIN) বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রামু উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ডাঃ নোবেল কুমার বড়ুয়া।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজরের ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচির প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো: সদরুল আলম জেহাদী শাহীন, হিসাব কর্মকর্তা শিপন দাস, উপজেলা ব্যবস্থাপক আবু নছর মোহাম্মাদ ইউছুফ আলী সহ ব্র্যাকের উপজেলা ইনচার্জ সুমন আচার্য্য এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ব্র্যাক ও মুক্তি কক্সবাজারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আলোচনা সভায় বক্তরা

পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে মানুষকে মানবিক হতে হবে

মুক্তি কক্সবাজার এর উপদেষ্টা বিশিষ্ট আইনজীবী এড. শিবু লাল দেবদাস বলেছেন, পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে মানুষকে মানবিক হতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন রক্ষা করতে হবে, ঠিক তেমনি ভাবে সামাজিক পরিবেশও রক্ষা করতে হবে। মানুষের আচরণগত পরিবর্তন না আসলে কখনো পৃথিবী বাসযোগ্য হবে না।

গত বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে 'একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐক্যতানে টেকসই জীবন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুক্তি কক্সবাজারের প্রধান কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার।

সভাপতির বক্তব্যে বিমল চন্দ্র দে সরকার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অব্যাহত হুমকি মোকাবেলায় সবাইকে এক যোগে কাজ করেতে হবে। বৃক্ষ রোপনের পাশাপাশি সেগুলোর পরিচর্যাও করতে হবে। পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য আনার জন্য ফলমুলের গাছ রোপন করে পশুপাখিকে রক্ষা করতে হবে। সবাইকে প্লাষ্টিক বর্জ্য এদিক-ওদিক ফেলে না দিয়ে, সংরক্ষণ করে তা পুন:ব্যবহার উপযোগী করার উপর গুরত্বারোপ করেন। মুক্তি কক্সবাজার এর মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল মাহমুদ সাকিবের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কো-অর্ডিনেটর (প্রোগ্রাম) কামরুল হোসেন, ফান্ড রেইজিং ম্যানেজার মিয়া মাইকেল জাহাঙ্গীর, জেন্ডার ফোকাল

(এরপর পাতা-২, কলাম-৩)

মুক্তি কক্সবাজার এর উদ্যোগে নববর্ষ উদযাপন ও ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত

মুক্তি কক্সবাজার এর উদ্যোগে নববর্ষ উদযাপন ও ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ এপ্রিল ২০২২ গোলদীঘির পাড়স্থ মুক্তি কক্সবাজার ভবন সম্মেলন কক্ষে উক্ত নববর্ষ উদযাপন ও ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন *(এরপর পাতা-২, কলাম-১)*

টেকনাফে উপকারভোগীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে DFAT এর অর্থায়নে Oxfam এর কারিগরি সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত DFAT AHP Bangladesh Rohingya Response Phase III Inclusive for the selected host community of Teknaf upazila, Cox's Bazar district" প্রকল্পের ৫০জন আইজিএ (টেইলারিং) উপকারভোগীর প্রতিজনকে ১টি করে সেলাই মেশিন ও নগদ এক হাজার পাঁচশত টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ হ্নীলা প্রকল্প অফিস সিকদার ভবন প্রাঙ্গণে মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার এর সভাপতিত্বে উক্ত বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান রেজাউল করিম। *(এরপর পাতা-২, কলাম-৩)*

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০২ ● মাস: এপ্রিল-জুন ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

সম্পাদকীয়

পদ্মা সেতু
বাংলাদেশের দুর্দান্ত এক অর্জন

পদ্মা সেতু। বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক। বাংলাদেশের দুর্দান্ত এক অর্জন। দুই স্তর বিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাসের এই সেতুর উপরের স্তরে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি একক রেলপথ রয়েছে। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকায় ৪২টি পিলার ও ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যানের মাধ্যমে সেতুর মূল অবকাঠামো তৈরি করা হয়। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬.১৫০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার।

আবেগ ও উচ্ছ্বাস ছাড়াও পদ্মা সেতুর কারণে বাংলাদেশের, বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলার অর্থনীতির ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে, এ বিষয় নিয়ে কিছু বলতে চাই। নিশ্চিতভাবেই দক্ষিণ বাংলার অর্থনীতিতে পড়বে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। এ অঞ্চলের একুশ জেলার অর্থনীতি ও সমাজে আসবে অকল্পনীয় উন্নয়ন গতিধারা। এ সেতু চালু হওয়ার পর সড়ক ও রেল-দুই পথেই দক্ষিণ বাংলার মানুষ অল্প সময়ে ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবেন। দিনের পর দিন আর পণ্যবাহী ট্রাকগুলো ফেরি পারাপারের অপেক্ষায় বসে থাকবে না।

আর ঝড়বৃষ্টিতে ফেরি বন্ধ থাকার কারণে মানুষের যাতায়াতও থমকে থাকবে না। সেতুটির কারণেই প্রথমবারের মতো পুরো দেশ একটি সমন্বিত যোগাযোগ কাঠামোতে চলে এসেছে। দক্ষিণ বাংলার গ্রামেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগবে। এ অঞ্চলের কৃষক, মৎস্যজীবী, তাঁতী, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভোক্তার সমাবেশ রাজধানী ঢাকা, তার সঙ্গে অনায়াসে সংযুক্ত হতে পারবেন।

এ সেতু যোগাযোগ, বানিজ্য, শিল্প, পর্যটন ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। বিশেষ করে নেপাল, ভূটান এবং ভারতের সঙ্গে বানিজ্য ও পর্যটনের ক্ষেত্রে আরো দ্রুত সংযোগ স্থাপিত হবে। জাপান আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব ১০শতাংশ হ্রাস পেলে অর্থনৈতিক আয় ৫ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এর পাশাপাশি জাতীয় বার্ষিক জিডিপি ১ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

পদ্মা সেতু নির্মাণ শুরুর আগে অনেক বাধা এসেছিল। ছিল অর্থ সংস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা। দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় ঋণ প্রস্তাব বাতিল করেছিল বিশ্বব্যাংক। বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদী পদ্মা। এর তলদেশে মাটির স্তরের গঠনও জটিল। এসব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, এমনকি করোনা পরিস্থিতিতে নির্মাণ কর্মযজ্ঞ ঠিক রেখে নির্মিত হয়েছে পদ্মা সেতু। মূল সেতু নির্মাণ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি)। নদীশাসনের কাজ করছে দেশটির আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো করপোরেশন।

পদ্মা সেতু নিয়ে শুরুর দিকের এই উচ্ছ্বাস আবেগ সামলে সেতু কর্তৃপক্ষ এর যথাযথ নিরাপত্তা ও নিরাপদ যান চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলেই দেশের সাধারণ মানুষ এর সঠিক সুফল ভোগ করতে পারবে।

নববর্ষ উদযাপন ও ইফতার

(১ম পাতার পর)

মুক্তি কক্সবাজার এর প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা এডভোকেট শিবু লাল দেবদাস। মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর কার্যকরি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবলা পাল, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সুরনজিত পাল, কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যাপক অজিত দাশ ও ডা. বিমল চৌধুরী; সাধারণ পরিষদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার স্বপন পাল, রতন দাশ, সেলিনা আক্তার, রেহানা পারভিন, মহুয়া দাশ ও হেলেনাজ তাহেরা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, ফান্ড রেইজিং ম্যানেজার মিয়া মাইকেল জাহাঙ্গির, অর্থ বিভাগের সমন্বয়কারী জাহিদ ফারুখ, জেন্ডার ফোকাল পার্সন তাহমিনা আক্তার, এইচআর কো-অর্ডিনেটর সুজিত কুমার ভৌমিক, অডিট ম্যানেজার আবদুস সামাদ আজাদ, মনিটরিং ম্যানেজার তোফাইল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী যথাক্রমে শামীম সরদার, ওসমান গনি, অমেলেন্দু বিশ্বাস, মোঃ রুহুল আমিন, প্রফুল্ল কুমার সরকার, সদরুল শাহিন, সুদেব রুদ্র, সুজন মাহমুদ জামাল, কেইজ ম্যানেজার যোবাইদা খানম ও নাসরিন আক্তার। এছাড়াও প্রধান কার্যালয় এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরন করেছেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ জাকারিয়া।

পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে

(১ম পাতার পর)

তাহমিনা আক্তার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার শামীম সর্দার ও সদরুল আলম জিহাদী শাহিন, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর আনজুমান হোসেন এবং কেইজ ম্যানেজার যোবাইদা খানম।

উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, ফিন্যান্স কো-অর্ডিনেটর জাহেদ ফিরোজ, এইচআর কো-অর্ডিনেটর সুজিত কুমার ভৌমিক এবং প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। সকালে নাজিরারটেক মুক্তি স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপনের আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার কার্যকরী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবলা পাল এবং প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার। এর আগে সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে উখিয়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে মুক্তি কক্সবাজার এফডিএমএন শিক্ষা প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং টেকনাফ উপজেলায় সংস্থার প্রকল্প সমূহ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বর্নাঢ্য কর্মসূচি পালন করেন।

টেকনাফে উপকারভোগীদের

(১ম পাতার পর)

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম এর ইএফএসভিএল সিনিয়র অফিসার মোঃ ইকবাল ফারুখ। প্রধান অতিথি রেজাউল করিম বলেন, মুক্তি কক্সবাজার সংস্থাটি কক্সবাজার জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। মুক্তি কক্সবাজার টেকনাফ উপজেলার মধ্যে অনেক উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করে তারই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের অধীনে হ্নীলা ইউনিয়নে ১৯০৫ জন উপকারভোগী নির্বাচন খুবই স্বচ্ছতার সাথে মুক্তি কক্সবাজার সম্পন্ন করেছেন। এই সেলাই মেশিন কোনভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না। যদি কেউ সেলাই মেশিন বিক্রি বা হস্তান্তর করে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশেষ অতিথি ইকবাল ফারুখ বলেন, আপনাদের আজকে সহায়তা হিসেবে সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হলো এগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সংসারে আয় বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার বলেন, মুক্তি কক্সবাজার ১৯৯৬ খ্রিঃ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে মুক্তি কক্সবাজার। বর্তমানে ২৪ টি চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ পরিবারকে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। সুবিধাভোগিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকে আপনাদের সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হল, তা আপনার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। আপনাদের আচরণ ও কাজের দক্ষতা দিয়ে সেবা গ্রহীতাদের মন জয় করতে হবে, যদি সেবা গ্রহীতাদের মন জয় করতে না পারেন তাহলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আপনারা টিকতে পারবেন না। তাই সেবা গ্রহীতাদের সাথে ভাল আচরণ করারও আহবান জানান। মুক্তি কক্সবাজার এর DFAT Livelihood প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: ফয়সাল বারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইউপি সচিব, সাংবাদিক, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মুক্তি কক্সবাজার প্রকল্প কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন তামজিদ, হিসাব রক্ষণ অফিসার মো. দিদারুল আলম, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর মো. শাহজালাল, আকতার কামাল, মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ প্রমূখ।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০২ ● মাস: এপ্রিল-জুন ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

প্রযুক্তির উন্নতি

লবণ খামারে আর্টিমিয়া চাষ

বাংলাদেশের অপরিশোধিত লবণের ৯৫ শতাংশ কক্সবাজারের প্রায় ২৭০০০ হেক্টর জমিতে ৫০০০০ লবণ চাষিদের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়। এটি এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যার সাথে প্রায় ৫ লক্ষাধিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এখনো এই প্রকল্প অনেকগুলো বড় প্রতিকূলতার সম্মুখীন যেমন: জমির পরিচালন ব্যয় ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, বর্ষা মৌসুমে বেকারত্ব এবং মাছ চাষে (লবণক্ষেত্রে লবণচাষোত্তর মৎস চাষ) নিম্নমুখী উৎপাদনশীলতা। এগুলোই বাংলাদেশে লবণ চাষীদেও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

একটি আশাব্যঞ্জক নতুন ধরনের মৎসচাষ প্রযুক্তি দেশের লবণ চাষীদের জীবিকায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। "আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ" প্রকল্পের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ, প্রাথমিক জরিপ এবং প্রাথমিক ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, লবণ খামারে আর্টিমিয়া চাষ এবং এর মাধ্যমে চিংড়ি ও মৎস চাষে সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত উন্নতি সর্ম্পকে ওই এলাকার লবণ, মাছ চাষীদের ধারনা নেই।

ব্রাইন চিংড়ি বা আর্টিমিয়া নপলি একটি খোলসযুক্ত সন্ধিপদী প্রাণী যা সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি লার্ভা ও পোষ্ট লার্ভা প্রতিপালনের জন্য বহুল ব্যবহৃত জীবিত খাদ্য। আর্টিমিয়ার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল ভ্রুণের সুপ্তাবস্থা সৃষ্টি হওয়া যাকে "সিস্ট" বলা হয়। এটি মাছ, চিংড়ি, সন্ধিপদী প্রাণীর লার্ভার জন্য সুবিধা জনক উপযুক্ত এবং উত্তম খাবারের উৎস হিসেবে বহুল পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ বছরে ৪০ থেকে ৫০ মেট্রিক টন শুষ্ক আর্টিমিয়া সিস্ট আমদানি করে, যার আনুমানিক মূল্য ৫০ কোটি টাকা। আর্টিমিয়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন এবং ফ্যাটি এসিড থাকায় বিভিন্ন দেশে এটি মাছ চাষ ছাড়াও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লবণ খামারে আর্টিমিয়া সিস্ট এবং বায়োমাস উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সফলতা লাভ করছে। সমন্বিত লবণ-আর্টিমিয়া উৎপাদন একটি লাভজনক ব্যবসা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশেও লক্ষ লক্ষ লবণ উৎপাদনকারী পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন হতে পারে।

ভার্টিক্যাল এগ্রিকালচার খাদ্য নিরাপত্তায় একটি সফল প্রয়াশ

মুক্তি কক্সবাজার ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে দাতা সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে স্থানীয় জনগন ও শরনার্থীদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও আত্মমর্যাদার উন্নয়নে উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ও পালংখালী ইউনিয়ন এবং ৩, ৪, ৪ এক্সটেনশন ও ১৭ নাম্বার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বসতভিটায় আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষের মাধ্যমে পরিবারের দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা পুরন করা ও পারিবারিক আয়বৃদ্ধিকরণ এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন উক্ত প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বসতভিটার আওতায় প্রচলিত পদ্ধতিতে সবজি চাষের জন্য নূন্যতম জায়গা না থাকায় মুক্তি কক্সবাজার সেখানে সবজি চাষের জন্য আধুনিক কৃষির অন্যতম প্রযুক্তি - ভার্টিক্যাল এগ্রিকালচারের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে।

এই পদ্ধতিতে সবজি চাষের জন্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অধিবাসীদের ঘরের চালের উপর বাঁশ ও জাল দিয়ে বিশেষ ধরনের মাচা তৈরি করা হয়, এছাড়াও জমির বিকল্প হিসেবে পাটের তৈরি বস্তা ও বালতিতে মাটি ভরে সবজির চারা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। উপকারভোগিরা যাতে ভার্টিক্যাল এগ্রিকালচারের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সারা বছর সবজি উৎপাদন করতে পারে এজন্য তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তি কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মোট ৪,০০০ উপকারভোগীদের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ যেমন-সবজি বীজ ও চারা, বস্তা, বালতি, বাঁশ, মাচার উপরের নেট ইত্যাদি সরবরাহ করে।

সম্প্রতি, মুক্তি কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অধিবাসীদের মাঝে একটি ফসল সংগ্রহ পরবর্তি জরিপ কার্য পরিচালনা করে যেখানে মোট ২৫৭ জন মতামত প্রদানকারী অংশগ্রহন করে- যারা বিগত রবি মৌসুমে লাউ, মিস্টিকুমড়া, শিম, টমেটো ও বেগুন চাষের জন্য প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও উপকরণ সহায়তা পেয়েছিলেন। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে আনুমানিক ৮৬% উপকারভোগী উল্লেখিত পাঁচ ধরনের সবজিই সফলভাবে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন যেখানে শুধুমাত্র শতকরা ১ ভাগ উপকারভোগী সবজি উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছেন। জরিপের ফলাফল থেকে আরও দেখা যায় যে প্রতিটি পরিবার আনুমানিক গড়ে ১১৮ কিলোগ্রাম করে সবজি উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন- যার সমসাময়িক বাজার মূল্য ছিল ৩,৫৪০ টাকা।

এই পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে পরিবেশ বান্ধব জৈব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সম্পূর্ন রাসায়নিক মুক্ত উৎপাদন পদ্ধতি এবং সম্পদের সর্বত্তোম ব্যবহারের কারণে ইদানিং সময়ে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প সমুহে আয়োজিত কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন সভা সেমিনারে সরকারী ও দাতা সংস্থার বক্তাগন অন্যান্য এনজিও সমুহকে মুক্তি কক্সবাজারের সবজি চাষের সফল মডেল পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক হ্নীলা ইউনিয়নে চলমান প্রকল্প সমুহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। গত ১৭ মে পরিদর্শনকালীন সময়ে তিনি মুক্তি কক্বাজার কর্তৃক হ্নীলা ইউনিয়নে বাস্তবায়িত Livelihood Improvement Project for Women of Vulnerable Households in Teknaf, Cox's Bazar প্রকল্পের আওতায় নারী বান্ধব বাজার নির্মানের জন্য হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদ ও হ্নীলা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি প্রকল্পের আওতাধীন উপকারভোগীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা ও বসতবাড়িতে শাক সবজি চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে তিনি প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সুবিধা সমুহ নিয়ে ও তাদের জীবনমান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প সমুহে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদি কারিগরি সহায়তা প্রদানের আহবান জানান। এই এলাকায় যেহেতু পানির সমস্যা প্রকট, তাই পানির সমস্যা সমাধানে কাজ করার জন্য মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহীকে অনুরোধ জানান। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের পর তিনি মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প অফিস পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্পের আওতাধীন ১৫ জন প্রশিক্ষিত হাঁস-মুরগির টিকাদানকারীদের মাঝে টিকা প্রদানের উপকরণ সমুহ বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. এরফানুল হক চৌধুরী, মুক্তি কক্সবাজার প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার, হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাশেদ মাহমুদ আলী, উপজেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের ফিল্ড এ্যাসিসটান্ট মো. নুরুল আলম, ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুল হক, মুক্তি কক্সবাজারের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মো. ফয়সাল বারী ও মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০২ ● মাস: এপ্রিল-জুন ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

দারিদ্র বিমোচনে বসতবাড়ীর পতিত জমিতে শস্য উৎপাদনের বিকল্প নাই

টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে DFAT AHP এর অর্থায়নে Oxfam এর কারিগরি সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার বাস্তবায়িত "DFAT AHP Bangladesh Rohingya Response Phase III Inclusive for the Selected Host Community of Teknaf upazila, Cox's Bazar District Project" প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ১৭ মে ২০২২ হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে বসতভিটায় শাক সবজি চাষ কারী ৩৫০ জন উপকারভোগী প্রতিজনকে নগদ ২১৫০ টাকা করে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফামের সিনিয়র ইএফএসভিএল অফিসার মো: ইকবাল ফারুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: ফয়সাল বারী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার বলেন, সরকারের পাশাপাশি মুক্তি কক্সবাজার পিছিয়ে পড়া হত দরিদ্র জনগোষ্ঠির দরিদ্রতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবিকায়ণসহ সমাজের নানা অসংগতি দুর করার লক্ষ্যে কাজ করে। হ্নীলা ইউনিয়নে এর আগেও মুক্তি ককসবাজার অনেকগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরনের জন্য কাজ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় অক্সফামের কারিগরি সহযোগিতায় এ প্রকল্প পরিচালিত হয়ে আসছে। আপনারা বসতবাড়িতে শাক-সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন বেশি বেশি খেতে পারবেন, পাশাপাশি অতিরিক্ত শাক সবজি বিক্রি করে টাকা উপার্জন করতে পারবেন যা পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

বিতরন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অক্সফামের সিনিয়র ইএফএসভিএল অফিসার মো: শরিফুল ইসলাম বলেন, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি শাক সবজি খাওয়া খুবই প্রয়োজন। আপনারা প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে নতুন কৌশল অবলম্বন করে বেশি বেশি শাক সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে পারিবারিক চাহিদা পূরণ করতে পারলেই আমাদের সমাজ থেকে পুষ্টির অভাব দুর করা সম্ভব হবে। সভাপতির বক্তেব্যে হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলামের বলেন, এই প্রকল্পের অধীনে হ্নীলা ইউনিয়নে ১৯০৫ জন উপকারভোগী নির্বাচন খুবই স্বচ্ছতার সাথে মুক্তি কক্সবাজার সম্পন্ন করেছেন। এ উপকারভোগী নির্বাচনের সময় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সিসিএম এর মাধ্যমে উপকারভোগির প্রাথমিক তালিকা প্রনয়ন করে পরবর্তীতে মুক্তি কক্সবাজারের প্রকল্প কর্মকর্তাগন বাড়ি বাড়ি গিয়ে জড়িপের মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্বাচন করেছেন এখানে ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে নাই। উপকারভোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন,আজকে নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছেন এবং ইতিপুর্বে যে কৃষি উপকরণ পেয়েছেন তার যথাযথ ব্যবহারের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিতরণ অনুষ্ঠানে এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়নের ইউপি সদস্যবৃন্দ, ইউপি সচিব, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মুক্তি ককসবাজার এর হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা মো: দিদারুল আলম, প্রকল্প কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন তামজিদ, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর মো. শাহজালাল, আকতার কামাল, দিলোয়ারা বেগম, মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ প্রমূখ।

জ্ঞান দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে হবে

উখিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইমরান হোসাইন সজীব বলেছেন, প্রাপ্ত অর্থ ও প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান-দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

উখিয়া উপজেলাধীন হলদিয়া পালং ইউনিয়ন এ উপকারভোগী ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরন করেছে মুক্তি কক্সবাজার। ইউএন ওমেন এর অর্থায়নে অক্সফাম এর কারিগরি সহযোগিতায় "শিখন, নেতৃত্ব ও জীবিকায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে মুক্তি কক্সবাজার। গত ৩০ জুন, ২০২২ উখিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য ৫৫টি নারীপ্রধান হত-দরিদ্র পরিবারের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য নগদ অর্থ বিতরন করা হয়। এ সময় প্রতি উপকারভোগী ক্ষুদ্র ব্যবসায়িকে দশ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উখিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইমরান হোসাইন সজীব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কামরুননেছা বেবী, উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা শিরিন আক্তার, উপজেলা তথ্যসেবা কর্মকর্তা, মুক্তি কক্সবাজার এর উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হলদিয়া পালং ইউনিয়ন পরিষদের ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার ছেনুয়ারা বেগম। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম এর প্রতিনিধিবৃন্দ। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যবৃন্দ, মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প সমন্বয়কারী প্রফুল্ল কুমার সরকার এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, নগদ অর্থ প্রদানের পূর্বে প্রতিটি নারী সদস্যকে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০২ ● মাস: এপ্রিল-জুন ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

টেকনাফে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের মাঝে নগদ মূলধন বিতরন

টেকনাফ উপজেলাধীন হোয়াইক্যং ইউনিয়নে এ উপকারভোগী ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরন করেছে মুক্তি কক্সবাজার। ইউএন ওমেন এর অর্থায়নে অক্সফাম এর কারিগরি সহযোগিতায় "শিখন, নেতৃত্ব ও জীবিকায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে মুক্তি কক্সবাজার। গত ২১ জুন, ২০২২ ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য ৫৫টি নারীপ্রধান হত-দরিদ্র পরিবারের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য নগদ অর্থ বিতরন কর্মসুচী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রতি উপকারভোগী ক্ষুদ্র ব্যবসায়িকে দশ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কায়সার খসরু, উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ শওকত হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর আহম্মেদ আনোয়ারী।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম এর প্রতিনিধিবৃন্দ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্তি কক্সবাজার এর কো-অর্ডিনেটর (প্রোগ্রাম) মোঃ কামরুল হোসেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যবৃন্দ, মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প সমন্বয়কারী প্রফুল্ল কুমার সরকার এবং প্রকল্পের অন্যান্য সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, নগদ মূলধন প্রদানের পূর্বে প্রতিটি নারী সদস্যকে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

শিশু শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন ইউএসএইড প্রতিনিধিদল

ইউএসএইড এর একটি প্রতিনিধিদল রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ইউনিসেফের সহায়তায় পরিচালিত মুক্তি কক্সবাজার এর শিশু শিখনকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। গত ৮ মে ২০২২ ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সিলর স্কট ব্রান্ডন এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উখিয়াস্থ ক্যাম্প-৪ এ অবস্থিত ছায়াবিথি শিশু শিখন কেন্দ্র-১ ও ২ পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধিদল শিখন কেন্দ্রে পৌঁছলে তাঁদের স্বাগত জানান মুক্তি কক্সবাজার এর শিক্ষা কর্মসূচির ফোকাল পার্সন কিসওয়ার তাবাসসুম ও এফডিএমএন শিক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শান্তনু শেখর রায়।

প্রতিনিধিদল এসময় শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা শিখন কেন্দ্রসমূহে প্রায় ১ ঘন্টা অবস্থান করে মায়ানমার কারিকুলামের শ্রেণীকার্য পর্যবেক্ষণ করেন। পরে শিখন কেন্দ্রের পরিদর্শন খাতায় প্রশংসাসূচক মন্তব্যসহ স্বাক্ষর করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্প-৪ এর ক্যাম্প ইনচার্জ মাহফুজার রহমান, ইউনিসেফের এডুকেশন স্পেশালিস্ট মৌরি নিশাত চৌধুরী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য, ইউনিসেফের সহায়তায় মুক্তি কক্সবাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংস্থাটি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ টি ক্যাম্পে ৫২০ টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এলসি) প্রতিষ্ঠা করেছে যা ৪৬৯৯০ রোহিঙ্গা শিশুকে শিক্ষার সুযোগ পেতে সহায়তা করছে।

চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে গত ১৮ জুন ২০২২ তারিখে কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কার্যালয়ে শিশু ও সাধারন রোগের স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করে মুক্তি কক্সবাজার।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন শিশু রোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা: আনোয়ার শামীম। দিনব্যাপী উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সর্বমোট ১৫৬ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ৫৬ জন শিশু, ২১ জন ৫ বছরের কম বয়সী শিশু, ৭ জন ষাটোর্ধ্ব প্রবীনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সেবা প্রদান শেষে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধনী পর্বে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমের উপর আলোচনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী রুহুল আমিন। তিনি বলেন, দরিদ্র্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মুক্তি কক্সবাজার দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে গত ২০১৪ সাল থেকে চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও সমাজ উন্নয়নে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির সকল কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০২ ● মাস: এপ্রিল-জুন ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

মুক্তি কক্সবাজার প্রধান কার্যালয়ে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার উদ্বোধন করেন সংস্থার উপদেষ্টা এডভোকেট শিবু লাল দেবদাস।

পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে নাজিরারটেক মুক্তি স্কুল প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করছেন মুক্তি কক্সবাজার এর সাধারণ সম্পাদক বাবলা পাল ও প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার।

'ইসিডব্লিও' প্রতিনিধিদের মুক্তি কক্সবাজার এর শিশু শিখনকেন্দ্র পরিদর্শন

দাতা সংস্থা 'ইসিডব্লিও' এর একটি প্রতিনিধিদল রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মুক্তি কক্সবাজার এর শিশু শিখনকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ২৮ মার্চ ইসিডব্লিও এর চিফ অফ এডুকেশন গ্রাহাম লাং, ইমার্জেন্সি ম্যানেজার এডি ডাটন ও এমএন্ডই ম্যানেজার মউরিটস স্পোলডার উখিয়াস্থ ক্যাম্প-১৩ তে অবস্থিত নীলকণ্ঠ শিশু শিখন কেন্দ্র-১, ২, ৩ ও ৪ পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধিদল শিখন কেন্দ্রে পৌঁছলে তাঁদের স্বাগত জানান মুক্তি কক্সবাজার এর এফডিএমএন শিক্ষা প্রকল্পের ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট অফিসার মোকাত-াদির শুভ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রতিনিধিদল এসময় শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা শিখন কেন্দ্রসমূহে প্রায় ২ ঘন্টা অবস্থান করে শিশুদের শ্রেণীকার্য ও মায়ানমার কারিকুলামের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। পরে শিখন কেন্দ্রের পরিদর্শন খাতায় প্রশংসাসূচক মন্তব্যসহ স্বাক্ষর করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার এডুকেশন সেক্টর কো-অর্ডিনেটর শর্মিলা পিল্লাই, মুনিয়া ইসলাম মজুমদার, এডুকেশন সেক্টর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর তাজরীন জাহান, ইউনিসেফের এডুকেশন স্পেশালিস্ট ফ্রেডরিক লেনকনেচট প্রমুখ।

উল্লেখ্য ইউনিসেফের সহায়তায় মুক্তি কক্সবাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সংস্থাটি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ টি ক্যাম্পে ৫২০ টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এলসি) প্রতিষ্ঠা করেছে যা ৪৬৯৯০ রোহিঙ্গা শিশুকে শিক্ষার সুযোগ পেতে সহায়তা করছে।

স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে দেশি জাতের মুরগি ও ছাগল বিতরণ

মুক্তি কক্সবাজার ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে দাতা সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে স্থানীয় জনগন ও শরনার্থীদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও আত্মমর্যাদার উন্নয়নে উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ও পালংখালী ইউনিয়ন এবং ৩, ৪, ৪ এক্সটেনশন ও ১৭ নাম্বার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। মুক্তি কক্সবাজার রাজাপালং ও পালংখালি ইউনিয়নের উপকারভোগীদের আয়বর্ধন মূলক কৃষি কর্মসূচীর আওতায় বসতভিটায় সবজি উৎপাদন, দেশী মুরগি পালন, ছাগল পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান কওে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের জুন মাসে প্রকল্প রাজাপালং ও পালংখালি ইউনিয়নের ৩৪ টি পরিবারের মাঝে দেশী মুরগি ও ১৬ পরিবারের মাঝে ছাগল বিতরণ করে। দেশী মুরগি পালনকারী প্রতিটি পরিবার ৮টি করে পূর্ণবয়স্ক দেশী মুরগি এবং ছাগল পালনকারী প্রতিটি পরিবার একটি করে ছাগল গ্রহণ করেন। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী বিতরণকৃত মুরগি ও ছাগল সমুহ সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের প্রতিবেশী অথবা নিকটবর্তী এলাকা থেকে ক্রয় করা হয়। যাতে করে এসব পশু-পাখির মৃত্যুর হার কমাতে এবং নতুন পরিবেশে দ্রুত খাপ খাওয়াতে সহায়ক হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশী মুরগি ও ছাগল বিক্রয়কারী পরিবার সমুহ মুক্তি কক্সবাজারের এই প্রকল্পের উপকারভোগী, যারা পূর্ববর্তী বছরে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা পেয়েছিল। বিতরণকৃত মুরগি ও ছাগল গুলোকে প্রয়োজনীয় ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়েছে বলে প্রকল্পের উপকারভোগীগন নিশ্চিত করেন।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০২ ● মাস: এপ্রিল-জুন ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

বাল্য বিবাহ রোধ ও কৈশোর স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে কৈশোর কর্মসূচির ক্লাবসমূহের সদস্যদের অংশগ্রহনে "বাল্য বিবাহ রোধ ও কেশোর স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৈশোর কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ১২টি ক্লাবে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শক যথাক্রমে বেবি রিটা সুশীল, রেনু আরা বেগম, প্রমী শীল, নাসরিন ফারজানা শিউলি, হালিমা আক্তার প্রমুখ।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: রুহুল আমিন, কৈশোর কর্মসূচির সমন্বয়কারী ফয়সল মাহমুদ সাকিব, শিক্ষা সুপারভাইজার জাহাঙ্গীর আলম ও বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দ। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায়, ২০১৬ সাল থেকে কক্সবাজার জেলায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে মুক্তি কককক্সবাজার।

টেকনাফে বাস্তবায়িত প্রকল্পের

(শেষ পাতার পর)

হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি ককস্বাজার এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবলা পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফামের ইএফএসভিএল প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ ফারুখ আযম।

বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, ১৯৯৬ সাল থেকে ককস্বাজার জেলায় সরকারের পাশাপাশি মুক্তি ককস্বাজার সমাজে পিছিয়ে পড়া হত দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্রতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবিকায়নসহ সমাজের নানা অসংগতি দূর করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

তিনি সুবিধাভোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন, হ্নীলা ইউনিয়নে এর আগেও মুক্তি ককসবাজার অনেকগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্রতা দূরীকরণের জন্য কাজ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় অক্সফামের কারিগরি সহযোগিতায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে আসছে, আপনারা হাঁস মুরগি ও কবুতর পালনের মাধ্যমে যেমন বেশি বেশি ডিম ও মাংশ খেতে পারবেন পাশাপাশি অন্যান্য আয় বৃদ্ধিমুলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করতে পারবেন যা পরিবারের জন্য একটি বাড়তি আয়। আপনারা যদি ভালভাবে কাজ করেন তাহলে মুক্তি কক্সবাজার ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে আপনাদের সাথে কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি বলেন, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি মাংশ ও ডিম খাওয়া খুবই প্রয়োজন। আপনারা প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে নতুন কৌশল অবলম্বন করে বেশি বেশি হাঁস মুরগি, কবুতর পালনের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারলেই আমাদের সমাজ থেকে পুষ্টির অভাব দূর করা সম্ভব হবে। বিতরন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মুক্তি কক্সবাজার ও অক্সফামকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প আরো বাস্তবায়নের জন্য আহবান জানান। প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: ফয়সাল বারীর সঞ্চালনায় উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়নের ইউপি সদস্যবৃন্দ, ইউপি সচিব, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অক্সফামের সিনিয়র ইএফএসভিএল অফিসার মো: ইকবাল ফারুক, মুক্তি কক্সবাজার এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির ব্রাঞ্চ ম্যানেজার লিটন ঘোষ, হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা মো: দিদারুল আলম, প্রকল্প কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন তামজিদ, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর মো. শাহজালাল, আকতার কামাল, দিলোয়ারা বেগম, মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ প্রমূখ।

মুক্তি স্কুলের শিক্ষার্থীদের

(শেষ পাতার পর)

এ প্রকল্পের সকল স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে সকল ধরনের শিক্ষা উপকরণ দেয়া হয়। বরাবরের মতো এবারেও শিশুরা মতুন স্কুলড্রেস পেয়ে খুব উচ্ছ্বাসিত। ফিশারিঘাট মুক্তি স্কুলের ছাত্রী নূরী আকতার কে তার অনুভূতি জানতে চাইলে সে বলে, "আজ আমি খুব খুশি, রঙিন পোশাকটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। গতকাল আমি অনেক রকম শিক্ষা উপকরণ পেয়েছি। সেগুলোর মধ্যে একটি সুন্দর পেন্সিল বক্স আছে। আজ নতুন ড্রেস পেয়ে আরো ভালো লাগছে।" একই স্কুলের ছাত্র শফিউল জানায় সে খুব মর্মাহত। কারন তার সহপাঠী মেয়েদের পোশাকের ৫টি অংশ (জামা, প্যান্ট, কোমরের বেল্ট, ক্রস বেল্ট ও স্কার্ফ) অন্যদিকে ছেলেদের পোশাকে মাত্র ২টি অংশ (শার্ট ও প্যান্ট)। সে চায় তার পোশাকেও এতগুলো অংশ থাকুক। সকলে এতে বেশ মজা পায়। অনেক বুঝিয়ে বলার পর সে সন্তুষ্ট হয়। প্রতিবছরই শিশুদের নতুন স্কুলড্রেস দেয়া হয়। মুক্তি কক্সবাজারের প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার শিশুদের মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করার কথা বলেন ও ভবিষ্যতে সাবলম্বী হয়ে ভালো কাজ করার জন্য তৎপর হতে আহবান জানান। শিশুদের অভিভাবকরাও ছিলেন খুব আনন্দিত। তারা জানান মুক্তি কক্সবাজার তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যার ফলে তাদের সন্তানরা শিক্ষা সুবিধা পাচ্ছে। তারা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তারা ভবিষ্যতেও এরূপ সুবিধার আশা রাখেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর

(শেষ পাতার পর)

বিজয়ী দলকে ট্রফি প্রদান করা হয়। উক্ত ফুটবল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন মহেশখালী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো: সাইফুল ইসলাম।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজনে

(শেষ পাতার পর)

পুরস্কার তুলে দেন।

ঐ দিন বিকাল ৪টায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির "উন্নয়নে যুব সমাজ" কার্যক্রমের আওতায় ৭নং ওয়ার্ড যুব ফুটবল দল ও ৫নং ওয়ার্ড যুব ফুটবল দলের মধ্যে ফাইনাল ফুটবল প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চৌফলদন্ডী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে (২৯ জুন,২০২২) অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বর্তমান ও সাবেক ইউপি সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মুক্তি কক্সবাজারের মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল মাহমুদ সাকিব। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন সমৃদ্ধ কর্মসুচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রহুল আমিন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভূঁয়সী প্রশংসা করে বলেন অত্র এলাকার বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে এবং যুব সমাজকে মাদকের আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসতে মুক্তি কক্সবাজারের সমৃদ্ধি কার্যক্রম প্রশংসার দাবিদার। খেলাধুলার মাধ্যমে যুবকদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়। ৭নং ওয়ার্ড যুব ফুটবল দল ৪ গোল এবং ৫নং যুব ফুটবল দল ০১ গোলে খেলাটি নিস্পত্তি হয়। পরে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে মেডেল ও ট্রফি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সমৃদ্ধি উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সার্বিক সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে ২০১৪ সাল থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

টেকনাফে উপকারভোগী

(শেষ পাতার পর)

উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ শওকত হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর আহম্মেদ আনোয়ারী।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম এর প্রতিনিধিবৃন্দ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্তি কক্সবাজার এর কো-অর্ডিনেটর (প্রোগ্রাম) মোঃ কামরুল হোসেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যবৃন্দ, মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প সমন্বয়কারী প্রফুল্ল কুমার সরকার এবং প্রকল্পের অন্যান্য সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, নগদ অর্থ প্রদানের পূর্বে প্রতিটি নারী সদস্যকে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

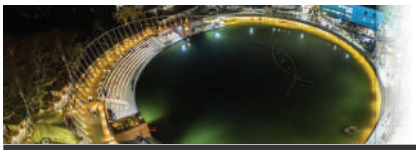

>> শেষের পাতা

প্রত্যয়

(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)

● সংখ্যা: ০২ ● মাস: এপ্রিল-জুন ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস বিতরণ

গত ১৯ মে ২০২২, মুক্তি স্কুলেগুলোর আওতায় ১৭ টি শিক্ষাকেন্দ্রের ১৭০০ শিক্ষার্থীদের একযোগে স্কুলড্রেস বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজারের প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুদেব রুদ্র, প্রকল্প কর্মকর্তা রমজান আলী এবং সংশ্লিষ্ট স্কুলসমুহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

দাতা সংস্থা চিলড্রেন অন দ্য এজ এর অর্থায়নে ২০১০ থেকে কক্সবাজার সদর ও রামু উপজেলায় ১২ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১২০০ জন এবং ২০১৮ সাল থেকে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও চন্দনাইশ উপজেলার ৫টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৫০০ জন সর্বমোট ১৭০০ জন অসহায়, দরিদ্র-শ্রমজীবী, ঝরেপড়া শিশুদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে মুক্তি কক্সবাজার। সরকারের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। এতে সমাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। *(এরপর পাতা-৭, কলাম-৩)*

টেকনাফে বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ

টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে DFAT AHP III অর্থায়নে Oxfam এর কারিগরি সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত "DFAT AHP Bangladesh Rohingya Response Phase III Inclusive for the Selected Host Community of Teknaf upazila, Cox's Bazar District" প্রকল্পের আইজিএ কার্যক্রম উপকারভোগীদের মাঝে আইজিএ পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত ধাপে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

গত ২২ মে ২০২২ টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আইজিএ কার্যক্রমের ৩০০জন উপকারভোগীদের প্রতিজনকে নগদ ৬ হাজার ৬ শত করে নগদ টাকা প্রদান করা হয়।

(এরপর পাতা-৭, কলাম-১)

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারী-দের মাঝে নগদ মূলধন প্রদান

টেকনাফ উপজেলাধীন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন এ উপকারভোগী ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরন করেছে মুক্তি কক্সবাজার। ইউএন ওমেন এর অর্থায়নে অক্সফাম এর কারিগরী সহযোগিতায় "নারীর ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব ও জীবিকায়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে মুক্তি কক্সবাজার। গত ২১ জুন, ২০২২ ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য ৫৫টি নারীপ্রধান হত-দরিদ্র পরিবারের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য নগদ অর্থ বিতরন কর্মসুচী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রতি উপকারভোগী ক্ষুদ্র নারী ব্যবসায়িদেরকে দশ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কায়সার খসরু, কক্সবাজার উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরা মিয়া। প্রধান অতিথি বলেন, যুবকরা আগামী দিনের কর্ণধার।

তারাই পারে একটি দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে আগামীর সোনার বাংলা বিনির্মাণে যুবকদের এক সাথে কাজ করার আহবান জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব গুরা মিয়া। পরে

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজনে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নে যুব সমাজ ও শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা- ২০২২ইং এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২৯ জুন ২০২২ সমৃদ্ধি কার্যালয়ের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী রহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি

মহেশখালীতে প্রবীণদের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকে-এসএফ) এর সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলা বড় মহেশখালী ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি মুক্তি কক্সবাজার বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বড় মহেশখালী ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রবীণ সদস্যদের নিয়ে অতি আগ্রহী খেলোয়াড়দের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের মানসিক উন্নয়নের লক্ষে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে একটি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। ফুটবল ম্যাচ উপভোগ করার জন্য সকল বয়সের মানুষ খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন। খেলায় দু পক্ষের সকল খেলোয়াড়সহ, ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ পুরস্কার এবং *(এরপর পাতা-৭,*

উপদেষ্টা পরিষদ

অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট শিবু লাল দেবদাস
অধ্যাপিকা জেবুন্নেছা বাবলা পাল

নির্বাহী সম্পাদক

বিমল চন্দ্র দে সরকার

সম্পাদকীয় পরিষদ

সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী
মোঃ কামরুল হোসেন
মিয়া মাইকেল জাহাঙ্গীর
তোফায়েল ইসলাম
তাহমিনা আক্তার

সম্পাদনায়

ফয়সল মাহমুদ সাকিব
সুজয় কান্তি পাল

প্রকাশক:

মুক্তি কক্সবাজার,
মুক্তি কক্সবাজার ভবন, গোলদীঘির পাড়,
কক্সবাজার-৪৭০০।
ফোন: ০৩৪১-৬২৫৫৮
ইমেইল: mukticox@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.mukticox.org